সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
৪.০০ টাকা
* বড়জোড়া সংস্করণ
সোমবার | ২৪ মে ২০২১
বৃষ্টির সম্ভাবনা সর্বনিম্ন ২৭°/৩৫° সর্বাধিক
৮ পাতা

এক ঝলক

বাংলায় ২৪ ঘণ্টায়

- নতুন সংক্রমণ ১৮,৪২২
- করোনামুক্ত ১১,২২,২০১
- একদিনে মুক্ত ১৯,৪২৯
- চিকিৎসাধীন ১,৩০,৫২৫
- মোট আক্রান্ত ১২,৬৭,০৯০
- একদিনে মৃত্যু ১৫৬ জনের। সব মিলিয়ে মৃত্যু ১৪,৩৬৪
- কোমর্বিডিটিতে মৃত্যু ১০,৬০৮
- কলকাতায় সংক্রমণ ৩,০৫৬ জনের। মৃত্যু ৪৬ জনের
- ২৪ ঘণ্টায় টেস্ট ৬৯,১৪৫
- সবমিলিয়ে টেস্ট ১,১৯,২৫,৫৬১

দেশের খতিয়ান

গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু
৩,৭৪১
২৪ ঘণ্টায় মোট আক্রান্ত
২,৪০,৮৪২
দেশে মোট আক্রান্ত
২,৬৫,৩০,১৩২
মোট মৃত্যু ২,৯৯,২৬৬
টিকাপ্রাপ্ত ১৯,৫০,০৪,১৮৪

আজ বৃহত্তর বেঞ্চে নারদ

■ কলকাতা : আজ, সোমবার পাঁচ বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চে ফের নারদ মামলার শুনানি। জামিন মঞ্জুর স্থগিতাদেশের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন ও মামলা এ রাজ্য থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিবিআইয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে শুনানি। এদিন মামলার নিষ্পত্তি হবে না দীর্ঘায়িত হবে সেদিকেই নজর।

আজ যেমন

মেষ	উদাসীনতা
বৃষ	নৈরাশ্য
মিথুন	প্রাপ্তি
কর্কট	আত্মীয় কলহ
সিংহ	উদরপীড়া
কন্যা	উত্তেজনা
তুলা	ন্যায্য পাওনা
বৃশ্চিক	আনন্দ
ধনু	ক্লেশ
মকর	অর্থলাভ
কুম্ভ	বন্ধুত্ব ভাব
মীন	শুভ

শ্রী অভিষেক ব্যানার্জী

থাবা শানাচ্ছে যশ, শুরু দুর্যোগ

ঘণ্টায় ১৬৫ কিমি বেগে ঝড়ের আশঙ্কা, ঢেউ উঠবে দোতলার সমান, বুধবার সন্ধ্যায় আছড়ে পড়বে সাগরদ্বীপের কাছে

স্টাফ রিপোর্টার : নিম্নচাপ থেকে আজই ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে যশ। আগামিকাল যা অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে। আর বুধবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপ ও ওড়িশার পারাদ্বীপের মধ্য দিয়ে তা স্থলভাগে আছড়ে পড়বে। সে সময় ঝড়ের গতিবেগ থাকতে পারে ১৫৫-১৬৫ কিলোমিটার। গতিবেগ তার চেয়েও বাড়তে পারে বলে মত আবহাওয়াবিদদের একাংশের। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ঝড়ের তাণ্ডবে দোতলা বাড়ির সমান প্রায় ২০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত সমুদ্রের ঢেউ উঠতে পারে। রবিবার অধিক রাতে দিঘা থেকে ৬২০ কিলোমিটারেরও কম দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছে এই ঘূর্ণিঝড়। যা ক্রমশ স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসছে। ফলে তার তাণ্ডবলীলায় উপকূলীয় অঞ্চলগুলি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে যশের কারণে আজ থেকেই রাজ্যের একাধিক জায়গায় শুরু হয়ে যাবে ঝড়-বৃষ্টি। ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে একাধিক জেলায়।

রবিবার বিকেলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হয়, এদিন সকাল ১১.৩০টায় তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। যা সেই সময়ে আন্দামানের পোর্ট প্লেয়ার থেকে ৫৬০ কিলোমিটার উত্তরে উত্তর-পশ্চিম, ওড়িশার বালেশ্বর থেকে ৬৯০ কিলোমিটার দক্ষিণ দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের দিঘা থেকে ৬৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছে গভীর নিম্নচাপ। ক্রমশ তা আরও এগিয়ে আসছে স্থলভাগের দিকে।

সোমবার সকালে এই নিম্নচাপ আরও শক্তি সঞ্চয় করে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবারের মধ্যে তা অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর। বুধবার সকালে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার স্থলভাগে পৌঁছনোর কথা যশের।

আলিপুর জানিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় রূপে যশ ওড়িশার পারাদ্বীপ ও পশ্চিমবঙ্গের সাগরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে। ওইদিন আবার পূর্ণিমা থাকায় সমুদ্র বেশি করে ফুঁসবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান, সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যশের প্রভাবে মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলি অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে হাওড়াতেও। সেই সঙ্গে ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে বলে জানিয়েছে আলিপুর হওয়া অফিসের কর্তারা। তার প্রভাবে মঙ্গলবার থেকেই ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে রাজ্যে। যশ যত বেশি স্থলভাগের কাছাকাছি আসবে, তত ঝড়বৃষ্টির গতিবেগ বাড়বে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

ঝড়বৃষ্টির গতিবেগ বুধবার আরও বাড়বে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বুধবার ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলিতে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও নদিয়া জেলায়। এ ছাড়া মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গেও। যশ চলে যাওয়ার পর বৃহস্পতিবারও রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি চলবে।

■ মাতলা নদীর বুকে মাইক ফুঁকে মানুষকে সচেতন করছেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। —দেবব্রত মণ্ডল

যে পথে যশ

২৪ মে, সোমবার

- শক্তিসঞ্চয় করে নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড় যশ-এর রূপ নেবে
- সন্ধের পর ওড়িশা ও বাংলা উপকূলে ঘণ্টায় ৫০-৮০ কিমি বেগে বইবে ঝোড়ো হাওয়া

২৫ মে, মঙ্গলবার

- ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৭০ কিমি থেকে ধীরে ধীরে বাড়বে
- ওড়িশা ও বাংলা উপকূলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, ক্রমে তা বাড়বে
- ঘূর্ণিঝড় ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে

২৬ মে, বুধবার

- ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে আছড়ে পড়বে যশ

হেল্পলাইন
৮৯০০৭-৯৩৫০৩, ৮৯০০৭-৯৩৫০৪

গ্রাফিক্স : অরিত্র দেব

তৈরি রাজ্যও

প্রধানমন্ত্রীর উচ্চ পর্যায়ের যশ-বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা ও নয়াদিল্লি : করোনার সঙ্গে লড়াইয়ের পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড় যশ-এর মোকাবিলায় চূড়ান্ত প্রস্তুত রাজ্য সরকার। রবিবারও জেলায় জেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ চলছে জোরকদমে। একইসঙ্গে ঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিতে আগে থেকেই যাবতীয় ব্যবস্থা সেরে রেখেছে জেলা প্রশাসন। কলকাতার পরিস্থিতি সামাল দিতে লালবাজারে খোলা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম। নবান্ন সংলগ্ন উপান্নে কন্ট্রোল রুম থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাণহানি এড়াতে ইতিমধ্যেই জেলার উপকূলবর্তী এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। বাসিন্দাদের সতর্ক করতে চলছে মাইকিং। জেলায় জেলায় পৌঁছে গিয়েছেন বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা। এদিনই পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে আগামী কয়েকদিনের জন্য একগুচ্ছ ট্রেন বাতিলের কথা জানানো হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে বেশ কিছু স্পেশাল ট্রেনও। সতর্কতা রয়েছে বিমানবন্দরেও।

এদিন যশের আগাম মোকাবিলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রবিবার জরুরি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। ঘূর্ণিঝড় ও তার পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আগাম পর্যালোচনা করেন তিনি। আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বাংলা ও ওড়িশা। বৈঠকের পর প্রভাবিত এলাকার বাসিন্দাদের সাহায্য করার জন্য কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা জানিয়ে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় টুইটও করেন প্রধানমন্ত্রী, 'মানুষকে নিরাপদ জায়গায় দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার কোভিড সংক্রমিতদের চিকিৎসায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সেদিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সকলের নিরাপত্তা ও কল্যাণ কামনা করি।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, টেলিকম, বিদ্যুৎ, অসামরিক বিমান পরিবহণ-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর স্থানীয় ভাষায় ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় বার্তা ইত্যাদি ছড়িয়ে দেওয়াসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে প্রাক বর্ষা পরিস্থিতি এবং বন্যা মোকাবিলায় যাতে বিভিন্ন জেলায় জরুরি ভিত্তিতে কাজ করা যায় তার জন্য আগে জারি করা বিধিনিষেধ থেকে ছাড় দিয়েছে রাজ্য সরকার। রবিবার মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এক নির্দেশে জানিয়েছেন, এই ক্ষেত্রে ছাড়ের পাশাপাশি কৃষি, উদ্যানপালন এবং ফুলের চাষের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থায়ও ছাড় দেওয়া হল। এখন থেকে চাষের ক্ষেত্রে পরিবহণ, বীজ, সার, পেস্টিসাইড এবং চাষের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ বিক্রি করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে মানতে হবে কোভিড বিধি। পড়তে হবে মাস্ক।

পাঁচের পাতায়

প্রস্তুতি

- উপান্নের কন্ট্রোল রুম থেকে মঙ্গল ও বুধবার নজরদারিতে মুখ্যমন্ত্রী।
- বিপর্যয় মোকাবিলায় ৪৬টি টিম। মোতায়েন থাকবে এনডিআরএফও।
- শুকনো খাবার, শিশুদের খাবার, টর্চ মজুত রাখা হয়েছে ত্রাণশিবিরে।
- বেসরকারি টেলিকম সংস্থাগুলির জেলায় ও কলকাতায় আলাদা টিম।
- মোট ১১৯টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।
- বিদ্যুতের হেল্পলাইন নম্বর খোলা হয়েছে। জেলায় বাড়তি খুঁটি পাঠানো হয়েছে।

ঘোষণা ১ জুন

বাতিল নয়, জুলাইয়ে হতে পারে সিবিএসই-র দ্বাদশ পরীক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি : সব কিছু ঠিক থাকলে, করোনাবিধি মেনে আগামী জুলাই মাসে হতে পারে সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা। রবিবার এই ইঙ্গিত কেন্দ্রের। সূত্রের খবর, তাতে বেশ কিছু শিথিলতাও আনা হতে পারে। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কী ভাবে নির্ধারণ করা উচিত? এই পথ খুঁজতে এদিন দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিওয়াল। বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাওড়েকররাও। এই ব্যাপারে শিক্ষক, পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদেরও মতামত আগে থেকে ভার্চুয়ালে পাঠানোর সুযোগ ছিল। ওই বৈঠকে অধিকাংশ রাজ্যের বক্তব্য, আগে সুরক্ষা, পরে পরীক্ষা। এদিন, কেন্দ্রের তরফে দু'টি প্রস্তাব দেওয়া হয়। সিবিএসই-তে কমবেশি প্রায় দু'শোটি বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, এতগুলি বিষয়ের পরীক্ষা না নিয়ে কুড়িটি প্রধান বিষয়ের উপর পরীক্ষা নেওয়া হোক। তাতে প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করেই মূল্যায়ন করা হোক। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, পরীক্ষার সময়সীমা কমিয়ে দেড়ঘণ্টা করে দিয়ে শুধু মাত্র এমসিকিউ এবং অবজেকটিভ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হোক। দিল্লি ও মহারাষ্ট্র স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, দেশে কোভিড আক্রান্তের পরিসংখ্যানের কথা মাথায় রেখে এই মুহূর্তে পরীক্ষা নেওয়াই উচিত নয়। কোনও কোনও রাজ্য আবার বলে, পরীক্ষার্থীদের তিন অথবা চারটি বিষয় বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। তারা যে যে বিষয় বাছবে, সেই বিষয়ের উপরই তাঁদের পরীক্ষা নিয়ে মূল্যায়ন করা

পাঁচের পাতায়

মেয়াদ ফুরোলেই ব্যবস্থা : কল্যাণ 'আমি স্তম্ভিত' টুইট রাজ্যপালের

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্যপাল বনাম তৃণমূল সাংসদ। সেই বাগযুদ্ধ ফের সামনে। হুগলির রিষড়ায় নিজের সংসদীয় এলাকায় গিয়ে তৃণমূল নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় প্রসঙ্গে বলেন, "তিনি সংবিধানের রক্ষাকর্তা। অথচ বারবার সংবিধান ভাঙছেন। সবাইকে বলছি, থানায় থানায় অভিযোগ দায়ের করে রাখুন। সারা রাজ্যের মানুষের কাছে অনুরোধ, ডায়েরি করে রাখুন। এখন হয়তো মামলা শুরু করা যাবে না। যখন তিনি প্রাক্তন হয়ে যাবেন তখনই মামলা শুরু হয়ে যাবে। যে প্রেসিডেন্সি জেলে আজ আমাদের নেতাদের অকারণে ঢোকানো হয়েছে, সেই জেলেই প্রাক্তন রাজ্যপালকে তখন ঢোকানো যাবে।" অতিমারী পরিস্থিতিতে রবিবার রিষড়ায় ত্রাণের খাদ্যসামগ্রী তুলে দিতে এসে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রীতিমতো বিস্ফোরক কল্যাণ বললেন "রাজ্যপাল সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তৃণমূলের পিছনে লেগে রয়েছেন।" তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে কল্যাণবাবু বলেন, "যদি তদন্ত করা যায় তবে রাজ্যপালের মোবাইল ফোন, ল্যান্ড ফোন ও ওখানকার অফিসারদের ফোন পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে কীভাবে রাজ্যপাল গোটা বিষয়টি সংগঠিত করেছেন। বারবার বিভিন্নভাবে এই রাজ্যের শাসকদলকে বিব্রত করার জন্য সচেষ্ট থাকেন।" কল্যাণবাবু আরও বলেন, "২০২৪ -র পর বহু বিজেপি নেতার স্থান হবে জেলে। সারা ভারতের বেশির ভাগ মানুষ অপেক্ষা করে আছেন ২০২৪-এ দ্বিতীয় বার স্বাধীন হওয়ার আনন্দে মেতে ওঠার জন্য।" জগদীপ ধনকড় এর প্রেক্ষিতে টুইট করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমি স্তম্ভিত। তিনি একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিক। অভিজ্ঞ

পাঁচের পাতায়

> রাজ্যপাল সংবিধানের রক্ষাকর্তা। অথচ বারবার সংবিধান ভাঙছেন। সবাইকে বলছি, থানায় থানায় অভিযোগ দায়ের করে রাখুন। যখন তিনি প্রাক্তন হবেন, তখনই মামলা শুরু হবে।
>
> **কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**
> তৃণমূল সাংসদ ও আইনজীবী

> কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজ্ঞ আইনজীবী। অভিজ্ঞ সাংসদ। আমি তাঁর কথা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছি। এই রাজ্যের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ এই ধরনের মন্তব্যের বিচার করবেন।
>
> **জগদীপ ধনকড়**
> পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

বাবা-মা ভর্তি হাসপাতালে, করোনা রোগীদের সুস্থতার বার্তা দিচ্ছে গুলু

বোলপুর

স্টাফ রিপোর্টার, বোলপুর: করোনার সংক্রমণে দাদু তো মারাই গিয়েছেন। বাবা-মা দুজনেই হাসপাতালে। মহামারি-টারির কী-ই বা বোঝে পাঁচ বছরের একরত্তি গুলু! বাবা-মায়ের কাছে যাওয়ার বায়না তার স্বাভাবিক কারণেই কেউ শোনেনি। এ তল্লাটের করোনা আক্রান্তদের খাবার পৌঁছনোর কাজে নামা রেড ভলান্টিয়ার্সের কর্মকাণ্ড চলছে গুলুর মামার বাড়ি থেকেই। মার কাছে যেতে না পেরে ওই 'মামুদের'(ভলান্টিয়ার্সের সদস্য) সঙ্গেই খাবার দিতে বেরনোর বায়নাও জুড়েছিল গুলু। সেই সাধ পূরণ না হলেও শেষে এখন করোনার রোগীদের খাবার প্যাকেট তৈরিতে ফিনিশিং টাচ দিচ্ছে পাঁচ বছরের এই একরত্তিই। খাবার প্যাকেট তৈরি হয়ে গেলে উপরে কাঁচা হাতে গুলু লিখে চলেছে 'গেট ওয়েল সুন!' মায়ের কথা মনে পড়লে খানিক আনমনা হলেও প্রায় সারাদিনই এখন করোনা সংক্রমিতদের দ্রুত সেরে ওঠার বার্তা দিয়ে চলেছে গুলু। পাঁচ বছরের শিশুটির আশ্রয়স্থল এখন মামার বাড়ি। সুহাসিনী মজুমদারের বাড়ির সবাই তাকে আদর করে নাম দিয়েছে গুলু। শান্তিনিকেতনে থাকা গুলুর বাবা-মা এবং দাদু করোনায় আক্রান্ত। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দাদু একদিন আগে মারা গিয়েছেন।

বাবা-মা দ্রুত ফিরে আসুক, ঘুরেফিরে এই একই কথা বলে চলেছে সে। আর ওই বাড়িতেই করোনায় আক্রান্তদের জন্য যে খাবারের প্যাকেট তৈরি করছেন রেড ভলান্টিয়াররা, সেই প্যাকেটের উপরে পাঁচ বছরের ছোট্ট গুলু মার্কার দিয়ে লিখে চলেছে, "গেট ওয়েল সুন!" করোনা ভয়াবহ পরিবেশে ঘরবন্দি গুলুর দস্যিপনায় ওঅতো সেদিনও বাড়ির সবাই ছিল অতিষ্ঠ। কিছুতেই সে ঘরে থাকতে চাইত না।

পাঁচের পাতায়

কাঠগড়ায় প্রাক্তন সিবিআই কর্তা

আবার বাঙালি মনীষীকে অপমান, নিশানায় রামমোহন

নয়াদিল্লি : ফের কি নিশানায় বাংলার মনীষীরা ?

তেমনটাই অভিযোগ উঠছে, একটি 'বিতর্কিত' টুইটকে কেন্দ্র করে। যার প্রেরক প্রাক্তন সিবিআই কর্তা এম নাগেশ্বর রাও। শনিবার ছিল ভারতের নবজাগরণের জনক রাজা রামমোহন রায়ের ২৫০তম জন্মবার্ষিকী। গোটা দেশ যখন রামমোহন জয়ন্তীকে উদযাপনে ব্যস্ত, তখনই নাগেশ্বর রাওয়ের টুইট, 'আমাদের পাঠ্য বইয়ে একজন ঐতিহাসিক চরিত্রকে কীভাবে ফুটিয়ে তোলা হবে, তা নির্ভর করছে তিনি কতটা হিন্দু বিরোধী ছিলেন, তার উপর। অর্থাৎ, তিনি যতটা হিন্দু বিরোধী হবেন, তাঁর সম্পর্কে ততটা বেশি শেখানো হবে। অন্যদিকে, হিন্দুত্ববাদীদের ততটাই দূরে সরিয়ে রাখা হবে। এই নিক্তিতেই রাজা রামমোহন রায় ও অরবিন্দ ঘোষকে বিচার করা দরকার।'

আর এই টুইট নিয়ে প্রশ্ন উঠছে যে, বাংলার মনীষীদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার এটা কোনও চক্রান্ত কি না। জাতীয় স্তরে

এর আগেও এই ধরনের নানা ঘটনা ঘটেছে। তাতে নয়া সংযোজন নাগেশ্বর রাওয়ের এই টুইট। যা নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সর্বস্তরেই। তবে রাজনৈতিক মহলের দাবি, বরাবরই হিন্দুত্বকে ঢাল করে শিরোনামে থাকতে চান প্রাক্তন এই আইপিএস। অতীতেও তার একাধিক উদাহরণ আছে।

গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর নাগেশ্বর রাওয়ের একটি টুইট শোরগোল ফেলেছিল। যেখানে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন একজন হিন্দু অধ্যাপক তাঁকে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানাবেন? নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে সেই ছবি পোস্টও করেছিলেন। যেখানে তিনি উত্তর দেন, 'আমি একজন হিন্দু, আমি মনে করি আপনিও একজন হিন্দু। তা-হলে এই শুভেচ্ছা বার্তার অর্থ কী ? তার চেয়ে আমি মনে করি, আমাদের ভগবত গীতা জয়ন্তী উদযাপন করা উচিত।'

তাঁর ফলোয়ারদের দাবি, নিজেকে একজন রাষ্ট্রবাদী বলেই দাবি করেন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা এম নাগেশ্বর রাও। আর এই ব্যাপারে তাঁর মিশন হিন্দুদের জন্য সমান অধিকার।

> আমাদের পাঠ্য বইয়ে যিনি যত হিন্দু বিরোধী হবেন, তাঁর সম্পর্কে ততটা বেশি শেখানো হবে। অন্যদিকে, হিন্দুত্ববাদীদের ততটাই দূরে সরিয়ে রাখা হবে। এই নিক্তিতেই রাজা রামমোহন রায় ও অরবিন্দ ঘোষকে বিচার করা দরকার।
>
> **নাগেশ্বর রাও**
> প্রাক্তন সিবিআই কর্তা